থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

THESPIAN

MAGAZINE
An International Peer-Reviewed Journal of Inter-disciplinary Studies

Santiniketan, West Bengal, India

DAUL A Theatre Group©2013-26

Editorial Board

Chief Editor
Professor Abhijit Sen
Professor (retired), Department of English
Visva-Bharati, Santiniketan

Managing Editor
Dr. Bivash Bishnu Chowdhury
Researcher and Artiste

Associate Editors

Dr. Arnab Chatterjee, Assistant Professor of English, Harishchandrapur College, Maldah, West Bengal

Dr. Bidhan Mondal, Assistant Professor, Department of English, Kandra R.K.K. Mahavidyalaya, Kandra, Purba Bardhhaman, West Bengal

Dr. Sukanya Ray, Assistant Professor in English, Kabi Joydeb Mahavidyalaya, Illambazar, Birbhum, West Bengal

Dr. Swati Roy Chowdhury, Assistant Professor & HoD, Department of English, Vijaygarh Jyotish Ray College, Bijoygarh, Jadavpur, Kolkata, West Bengal

Dr. Tanmoy Putatunda, Assistant Professor of English, School of Liberal Studies, Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) University, Bhubaneswar, Odisha

Vol. 14, Issue 27, 2026

Summer Issue
April-May
Published 10 July 2026

thespian.articles@gmail.com | www.thespianmagazine.com

বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় সমকালিক দৃষ্টিভঙ্গি আনয়নে একাডেমিশিয়ানদের নিকেশ-কড়চা

© 2026 by ***Yousuf Hassan Arko***, Professor, Department of Drama & Dramatics, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka, Bangladesh is licensed under CC BY-NC 4.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Article History: Received 1 June 2025; Revised 15 Oct. 2025; Accepted 2 July 2026; Published 10 July 2026.
https://doi.org/10.63698/thespian.14.27.1.YHA.2501

Abstract

Since 1990s, among the various trends in Bangladeshi theatre practice, academic theatre productions produced by university-level drama departments have drawn significant attention. It is generally recognized that having received formal institutional training from six public universities and several private institutions in Bangladesh, numerous actors, directors, and designers have been bringing new dimensions to contemporary theatre practice in the country. Their productions prominently feature experimental works that integrate elements of indigenous traditional theatre of Bangladesh and modern techniques of global theatre in many ways. This impact is further validated by national awards and various private accolades. Notably, several actor-directors recognized as academicians have achieved international acclaim and pursued advanced studies in this field.

However, not all individuals who receive an institutional education in drama remain actively involved in theatre practice. As more than four decades have passed since the inception of institutional theatre education in this country, it is now time to analyze and evaluate this practice as one of the nation's primary creative domains. This article provides a data-driven analysis of the achievements, shortcomings, contributions, and challenges faced by these academicians. Additionally, it explores the underlying reasons why many graduates pursue other professions within the broader cultural sphere instead of continuing in theatre. Furthermore, the discussion touches upon the aesthetic conflicts between mainstream theatre practitioners and academicians. Ultimately, this paper contextualizes its central theme around data, contemporary Bangladeshi realities, and professionalism in theatre practice.

Keywords:
Theatre Practice, Theatre Academicians, Experimental, Aesthetics, Theatre Practitioners.

বর্তমান লেখাটি লেখক প্রণীত ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে *থিয়েটার* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের পুনর্ভাবনা। সে হিসেবে বলা যেতে পারে লেখাটি তারই পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ। সত্যিকার অর্থে, ২০১৬ সালে কোলকাতা থেকে বহুরূপীতে প্রকাশিত লেখকের একটি প্রবন্ধে বাংলাদেশের থিয়েটারের হালচাল প্রসঙ্গে একাডেমিশিয়ানদের অবদান নিয়ে অনুসন্ধান বিষয়ে পুর্নবিবেচনার তাগিদ অনুভূত হয়। কাজেই ২০১৬ সাল থেকে কোভিড১৯-এর সময় পর্যন্ত লেখকের ভাবনায় এ বিষয়ে নানা প্রশ্ন ক্রিয়াশীল ছিল। এর কারণ হিসেবে প্রথমত বলা যায় যে, কোভিডোত্তর পৃথিবীর সাথে বর্তমান বাংলাদেশে মূল্যবোধের যেমন পরিবর্তন হয়েছে একইভাবে তার সাথে সম্পর্কিত নানা ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। পাশাপাশি গত ৫ বছরে বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় যুক্ত হয়েছে আরো কিছু নতুন পালক। এর মধ্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকার সহকারী অধ্যাপক কামালউদ্দিন কবিরও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নাট্যশিক্ষা বিষয়ে বি-ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির সংযোজনা সম্পর্কে তদীয় মতামত লিখেছেন আরেকটি প্রবন্ধে। এর পাশাপাশি নানা গ্রন্থ, পত্রিকা, গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি, নাট্যবিষয়ক পুরস্কার প্রবর্তন এবং সর্বোপরি অভিনব কিছু নিরীক্ষাধর্মী নাট্য প্রযোজনা এই পালকগুলোতে পুনর্বিবেচিত হওয়ার দাবি নিয়ে জ্বলজ্বল করছে। তাই অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পূর্বে প্রকাশিত লেখাটির সাথে আরো কিছু উপাত্ত সংযোজনা ও ভাবনা যুক্ত করে বর্তমান বাংলাদেশের নাট্যচর্চার হালচাল বিষয়ে ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণকে পুনর্ব্যক্ত করার অভিপ্রায় জন্মালো। বলে নেয়া ভালো, এ লেখাতে আগের প্রবন্ধটির অনেকাংশ যুক্ত থাকবে, তবে তা হুবুহু বাক্যে নয়। স্পষ্ট করে বললে ২০১৯ সালে *থিয়েটার* পত্রিকায় প্রকাশিত "বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নাট্যশিক্ষা: প্রয়োগ ও গবেষণায় নাট্যচর্চার প্রতিভঙ্গির অবস্থান্তর" শীর্ষক প্রবন্ধে (পৃ. ১৬৫-১৭৮) প্রদত্ত তথ্যসমূহ সে বছর পর্যন্ত বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য উপাত্ত। সে উপাত্তগুলোর পুনর্যুক্ততা এ প্রবন্ধে বহু স্থানে রয়েছে যা ইনটেক্সট

THESPIAN MAGAZINE
An International Peer-Reviewed Journal of Inter-disciplinary Studies
Santiniketan, West Bengal, India ISSN 2321-4805
DAUL A Theatre Group©2013-26

সাইটেশন আকারে নির্দেশিত হবার সুযোগ নেই। তবে সেগুলোর পুনর্যুক্ততা লেখকের বর্তমান প্রবন্ধের অনুধাবন বিবেচনা করার ক্ষেত্রে পাঠকদের সাহায্য করবে বলেই মনে হয়।

বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় গ্রুপ থিয়েটার চর্চার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নাট্যচর্চার যে ধারাটি বহমান তা অনেকটা পথ পেরিয়েছে বলেই তার নিকেশ-কড়চার সময় হয়েছে। স্পষ্টই দেখা যায় যে, ৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, কয়েকটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে এ বিষয়ক বিভাগ সংযোজনা এবং অসংখ্য নাট্য বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক পর্যায়ের নাট্যচর্চার দৈর্ঘ্যও একেবারে কম হয়নি। বাংলাদেশের অনেকে এই ধারাকে 'মূলধারা' হিসেবে বিবেচনা করেন না। না করা হয়তো প্রধাণত এ কারণেই যে, নিয়মিতভাবে দর্শনীর বিনিময়ে প্রচলিত বাংলাদেশের নাট্যচর্চার সাথে তাদের মঞ্চায়নের হার ও সাংগঠনিক প্রকৌশলটি মেলেনা। বলতে দ্বিধা নেই যে, কখনও কখনও থিয়েটারকর্মীদের তীর্যক বাক্যে মনে হয় এ ধারাকে 'তারা' (সকলে নয়, এমন অর্থে) প্রতিপক্ষ হিসেবেও শনাক্ত করেন। অদৃশ্য অথচ অনুভূত এ দ্বন্দ্বটা অনেক পুরোনো, পৃথিবীর অনেক দেশেই এরকম হয়েছিলো। ব্যাপারটা এইরকম: গ্রুপ থিয়েটারের 'কেউ কেউ' ভাবছেন, "শুধু পড়াশোনা করলেই নাটক শেখা যায়না, নাটক করে নাটক বুঝতে হয়"। আর প্রতিষ্ঠানের লোকেদের 'কেউ কেউ' ভাবছেন, "ওরাতো কেবল আবেগ দিয়ে করছে"। কিন্তু এই দুই পক্ষের মাঝামাঝি যারা রয়েছেন তাদের কী অবস্থা? অর্থাৎ, যারা প্রতিষ্ঠান থেকে শিখছেন এবং একাধারে প্রতিষ্ঠান, গ্রুপ থিয়েটার বা অন্যান্য যে কোন ক্ষেত্রে থিয়েটার নিয়ে কাজ করছেন তারা কী ভাবছেন। এই রকম একটি জায়গা থেকে আইটিআই (ITI - ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট) বাংলাদেশ শাখার উদ্যোগে এই প্রবন্ধের লেখক ২০২৩ সালের ৬ আগস্ট একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছিলেন। শিরোনাম ছিলো, "বাংলাদেশে নাট্যচর্চার পথ ও প্রবণতা: সমকালীন একটি পর্যবেক্ষণ"। ২০২৪ সালের ৭ জুলাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রহমান রাজু একই ধরনের আরেকটি বক্তৃতা উপস্থাপন করেন নাট্যকার মান্নান হীরার ৬৭তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে। 'আরণ্যক' নাট্যদল আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থাপিত বক্তৃতাটির শিরোনাম ছিলো, "আমাদের নাট্যচর্চায় যা নিয়ে কথা হয়"। তাছাড়া বাংলাদেশের নাট্যচর্চার নতুন রূপরেখা নিয়েও কথাবার্তা চলছে আজকাল। সত্যিকার অর্থে এ বিষয়ক নানা আলোচনা বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গণে বেশ কয়েক দশক ধরেই চলছে। গত তিন দশকেরও অধিক সময় উভয়ক্ষেত্রে প্রায় সমান বিচরণের অভিজ্ঞতা এবং কিছু তথ্য ব্যক্তিগত পর্যায়ের আপাত সমীক্ষার[১] ভিত্তিতে আজকের লেখার আয়োজন করা গেল। শিরোনামের ব্যাপ্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত বলেই প্রাতিষ্ঠানিক নাট্যচর্চার ইতিহাসের ধারা পুনরুল্লেখ না করলে গত দুই-তিন দশকের নাট্যচর্চায় দৃষ্টিভঙ্গি ও শৈলীর পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা মুশকিল হবে বলে মনে করছি। তাই সে জায়গাটুকু মূলত আরেকবার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখে পরবর্তী বিশ্লেষণের প্রয়াস পাওয়া গেল। তবে শুরুতেই বলে রাখা প্রয়োজন যে, শিরোনাম বিবেচনায় এ লেখাটি বাংলাদেশের নাট্যচর্চার সমকালিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণে নাট্যশিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে চর্চার ভূমিকা বিষয়ে আলোকপাত করবে। বিষয়টির ব্যাপ্তি বিশাল এবং এ বিষয়ে পদ্ধতিগত গবেষণা এখনও চলমান। বর্তমান লেখাটি কেবল নাট্যাঙ্গণে লেখকের প্রত্যক্ষ বিচরণের অভিজ্ঞতা থেকে ব্যক্তি পর্যায়ের যোগাযোগ-জাত সাধারণ পর্যবেক্ষণ। প্রসঙ্গতে মনোযোগ কেন্দ্রিভূত রাখার স্বার্থেই গ্রুপ থিয়েটার কার্যক্রম ও নাট্যচর্চার অন্যান্য ধারার অবদানের বিশ্লেষণ এই লেখায় খুব বেশি সন্নিবিষ্ট নয়। তার মানে এই নয় যে, এ লেখাটি কোনোভাবে সে ধারাগুলোর অবদানকে অস্বীকার করছে। সে ধারাগুলোর অবদান অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নাট্যশিক্ষা: আরেকবার ফিরে দেখা

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়েই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের একটি কোর্স হিসেবে নাট্য বিষয়ক পাঠদান শুরু করেছিলেন জিয়া হায়দার। ১৯৬৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নাট্য বিষয়ক এম.এফ.এ ডিগ্রি অর্জনের শক্তিতেই তিনি বাংলা বিভাগের পাঠ্যক্রমে নাট্য বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছিলেন বলে প্রতিভাত হয়। সেই বিচারে বাংলাদেশে নাট্যশিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রথম ডিগ্রিধারী তিনিই। কোর্স হিসেবে নাট্য বিষয়ক শিক্ষাদান সেই সময়ে শুরু হলেও এ বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান বা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে নাট্যশিক্ষার কাজ শুরু হতে তখনও অনেক বাকি। এর মধ্যে মহান মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১) ঘটে যায় এবং তার কিছুকাল পরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশের ধারাবাহিকতায় মধ্যখন্ডণ ঘটে। ততোদিনে ভারত থেকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নাট্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ এনএসডি থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়ে বাংলাদেশে ফিরে এসে এখানকার নাট্যচর্চায় অবদান রাখতে শুরু করেন। আহমেদ মুনীর ভাষণ, সৈয়দ মহিদুল ইসলাম, এস এম মহসিন, সৈয়দ জামিল আহমেদ, তারিক আনাম খান, গোলাম সারোয়ার, সালেক খান, কামালউদ্দীন নীলু প্রমূখের নানামুখী উদ্যোগে ধীরে ধীরে বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় একটি ভিন্ন আমেজ শুরু হয়। অভিনয়, নাট্য নির্দেশনা, ডিজাইনসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নাট্য বিষয়ক কর্মশালা ও প্রতিষ্ঠান সৃষ্টিতে তাঁদের অগ্রণী ভূমিকাকে স্বীকার করতেই হয়। পাশাপাশি নাটক রচনা, নির্দেশনা ও অভিনয়ে আরো কয়েকজন কিংবদন্তীর সন্ধান বাংলাদেশ ততোদিনে পেয়ে গেছে।

মমতাজউদদীন আহমদ, আব্দুল্লাহ আল মামুন, সৈয়দ শামসুল হক, আতাউর রহমান, মামুনুর রশীদ, সেলিম আল দীন, নাসিরউদ্দিন ইউসুফ, আলী যাকের, এস এম সোলায়মান, আসাদুজ্জামান নূর, হুমায়ুন ফরীদি, পীযুষ বন্দোপাধ্যায়, আল মনসুর, আফজাল হোসেন, আবুল হায়াত, ফেরদৌসী মজুমদার, তারিক আনাম খান, সুবর্ণা মুস্তাফা প্রমূখ তখন বাংলাদেশের মঞ্চের প্রায় স্বর্ণযুগ তৈরি করে ফেলেছেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার নাট্য বিষয়ক দেশি বা বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাও অর্জন করেছেন বিভিন্ন সময়ে। বিংশ শতকের ৭০ থেকে ৮০ দশকের প্রায় পুরোটা জুড়ে এমন একটি অবস্থা চলছিলো বাংলাদেশের নাট্যচর্চায়। সেই প্রেক্ষাপটে, বলতে গেলে বাংলাদেশে যখন নাট্যচর্চার সুসংহত ও সমৃদ্ধ একটি ধারা বহমান তখনই এই দেশে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নাট্যশিক্ষা ও চর্চার তাৎপর্য অনুভূত হয়।

১৯৭৭ সাল থেকেই ঢাকাতে 'নাট্য শিক্ষাঙ্গণ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান এক বছর মেয়াদী নাট্য বিষয়ক সার্টিফিকেট কোর্স শুরু করে। ম. হামিদের সাথে আলাপচারিতায় জানা যায় যে, প্রতিষ্ঠাকালীন পরিচালক হিসেবে তিনি এই প্রতিষ্ঠানটিকে নিয়ে যাত্রা শুরু করে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত একটানা নাট্যবিষয়ক নানা শিক্ষা দান করেন। প্রতিষ্ঠাকালীন চেয়ারম্যান ছিলেন অধ্যাপক কবীর চৌধুরী। পরবর্তীকালে অধ্যাপক আনিসুজ্জামানও এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন (হামিদ)। প্রাথমিকভাবে আহমেদ মুনীর ভাষণ, সৈয়দ জামিল আহমেদ, তারিক আনাম খানসহ আরও অনেকে শিক্ষাদানে নিয়োজিত হন। এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতি বছরই শিক্ষার্থীগণ অভিনয়, নাট্য সাহিত্য ও থিয়েটার টেকনিক বিষয়ে নানা জ্ঞান অর্জন করতেন। শিক্ষকদের নির্দেশনায় প্রতি বছর একটি প্রযোজনাও মঞ্চস্থ হতো বলে জানা গেছে (সারোয়ার)। প্রাচীনত্বের বিচারে এই প্রতিষ্ঠানটিকে বাংলাদেশে বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত নাট্য বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রথম শিক্ষায়তন হিসেবে বিবেচনা করা চলে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের একটি কোর্স হিসেবে নাটক বিষয়ক পাঠদান "১৯৬৯ সালে শুরু হলেও ১৯৭০ সালে বিষয়টি সাবসিডিয়ারি হিসেবে চালু হয়। পরবর্তীকালে ১৯৮৬ সালে নাটক বিষয়ে এম.এফ.এ ডিগ্রী প্রদানের জন্য স্নাতকোত্তর পর্যায়ে চারুকলা বিভাগের আওতাধীন প্রাতিষ্ঠানিক নাট্যশিক্ষার পুনর্যাত্রা শুরু হয় সে বিশ্ববিদ্যালয়ে" (মহাজন)। তার মানে তখনো স্নাতক সম্মান ডিগ্রী প্রদানের জন্য স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ নাটক বিভাগ চালু হয়নি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। তবে এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯১ সালে চারুকলা বিভাগের অধীনেই স্নাতক পর্যায়ে ২৭ জন এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ২৪ জন শিক্ষার্থী নিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা শাখার পাঠদান শুরু হয়। কিন্তু ২০০৩ সাল থেকে চারুকলা বিভাগ নাট্যকলা শাখার শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ করে দেওয়ায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্য বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কিছুকালের জন্য ব্যাহত হয়। অবশেষে ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ বিভাগ হিসেবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগ তার যাত্রা শুরু করে। পূর্ণাঙ্গ নাট্যকলা বিভাগের প্রথম সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন অধ্যাপক কাজী মোস্তাইন বিল্লাহ। বর্তমানে বিভাগটিতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা (এন.এস.ডি) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিগ্রীপ্রাপ্ত বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন।[২] বিভাগটির উল্লেখযোগ্য প্রযোজনার মধ্যে *পরীবানু, ক্যাপ্টেন হুররা, ব্যাঙ, সাদা গোলাপে আগুন, ডিয়ার মাখনলাল, কালবেলা, জহরনামা, দিদার বাদশার পালা, যৈবতী কন্যার মন, রূপার কৌটা, পদ্মাবতী, রাষ্ট্র বনাম* ইত্যাদির কথা জানা যায়। বিভাগীয় শিক্ষক অসীম দাস তাঁর নির্দেশিত বেশ কয়েকটি নাট্য প্রযোজনার জন্য বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গণে প্রশংসিত হয়েছেন। কিছুদিন আগে ঢাকার শিল্পকলা একাডেমি মঞ্চে প্রদর্শিত *কিনু কাহারের থেটার* এর একটি দৃষ্টান্ত। এছাড়া বিভাগটির নিজস্ব অভিনয় আয়তনে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নানা প্রযোজনা নিয়মিতভাবে প্রদর্শিত হয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস তথা চট্টগ্রামবাসীর নাট্যচর্চায় ভূমিকা রাখছে বলে জানা যায়। পাশাপাশি বিভাগীয় শিক্ষক কুন্তল বড়ুয়া, মো. শামীম আহসান, সুবীর মহাজন প্রমূখ বিভাগীয় ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রত্যক্ষভাবে নাট্যচর্চা ও গবেষণায় নিয়োজিত আছেন।

নাট্যকার ও গবেষক সেলিম আল দীন ও আফসার আহমদের উদ্যোগে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধীনে নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিষয়টি কোর্স হিসেবে চালু হয় ১৯৮৬ সালে। এর অনতিপরেই বিভাগটি একটি স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ বিভাগ হিসেবে তার কার্যক্রম শুরু করে। গত তিন দশকেরও অধিক সময় ধরে বিভাগটি বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যচর্চার নানা গবেষণা ও নিরীক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নাট্য প্রযোজনা, নির্দেশক, অভিনেতা ও নাট্যকার উপহার দিয়েছে বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গণকে। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক সেলিম আল দীন তাঁর মৌলিক নাট্য রচনার পাশাপাশি বাংলা নাট্যের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার, মধ্যযুগ থেকে বহমান বাংলাদেশের নানা নাট্যমূলক পরিবেশনা থেকে এর বর্ণনাময়তার মৌল বৈশিষ্ট্য শনাক্তকরণ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্বের পূর্বাপর অন্বেষণসহ নানা গবেষণা করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানেও বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীগণ বর্ণনাত্মক বাংলা নাট্যের নানা শিল্পসূত্র নিয়ে গবেষণা অব্যাহত রেখেছেন। ঐতিহ্যবাহী

THESPIAN MAGAZINE
An International Peer-Reviewed Journal of Inter-disciplinary Studies
Santiniketan, West Bengal, India ISSN 2321-4805
DAUL A Theatre Group©2013-26

বাংলা নাট্যের নানা মটিফ আধুনিককালের মঞ্চে প্রয়োগ করে বাংলা নাটকের একটি সুনির্দিষ্ট আঙ্গিক বিনির্মাণে ভূমিকা রাখছে বিভাগীয় নানা প্রযোজনা। এ বিভাগ প্রযোজিত নিরীক্ষাধর্মী প্রযোজনাগুলোর মধ্যে *মহুয়া, দেওয়ানা মদিনা, মেঘনাদবধ, মনসার কথা, কাঁদো নদী কাঁদো, রাজা, ওরেস্তেস, ডেথ অব অ্যা সেলসম্যান, ওথেলো, শকুন্তলা, কবি, রহু চণ্ডালের হাড়, তোতাকাহিনী, দেবদাস, স্বর্ণবোয়াল, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, নকসী কাঁথার মাঠ, মীমাংচিনা, মাকড়শা, চাঁদ বণিকের পালা, শাজাহান, অ্যালকেমিস্ট, ডেথ অব এ সেলস ম্যান, নিও রোমিও এ্যান্ড জুলিয়েট, স্বপ্নরমণীগণ, সাবায়া জ্যা থু, ম্যান অব লামাঞ্চা, মাদার কারেজ, চাঁন মহুয়ার কিসসা, ইডিপাস, দ্য থ্রী পেনি অপেরা, নীল ময়ূরের যৌবন* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীগণ বিভাগীয় প্রযোজনার বাইরেও সারা দেশের নানা দলের সঙ্গে পেশাগত ভিত্তিতে নির্দেশক, অভিনেতা ও ডিজাইনার হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন। সেলিম আল দীন এর পর নাট্যকার হিসেবে বিভাগীয় শিক্ষকদের মধ্যে আফসার আহমদ, আনন জামান ও রুবাইয়াৎ আহমেদ পরিচিতি পেয়েছেন। নিজ বিভাগে শিক্ষকতার বাইরে থাকা স্নাতকদের মধ্যে নাট্যকার হিসেবে শুভাশিস সিনহা, হাবিব জাকারিয়া (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক), জুয়েল কবির এবং নির্দেশক হিসেবে কামালউদ্দিন কবির (জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক), শুভাশিস সিনহা, অনীক কুমার সাহা প্রমূখ দেশব্যাপী পরিচিতি অর্জন করেছেন। নির্দেশক হিসেবে বিভাগীয় শিক্ষক সেলিম আল দীন, রশীদ হারুন, ইউসুফ হাসান অর্ক, রেজা আরিফ তদীয় নির্দেশনা কৌশলের অভিনবত্ব ও স্বকীয়তার জন্য পরিচিতি পেয়েছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে। এছাড়া আনন জামান, রুবাইয়াৎ আহমেদ, ফাহিম মালেক ইভান, হাবিব মাসুদ প্রমূখ শিক্ষক বিভাগীয় প্রযোজনার বাইরেও দেশব্যাপী নানা প্রযোজনা নির্দেশনা করছেন যার বেশীরভাগই বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনাগুলোর আঙ্গিক ও রীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত। অভিনেতা ও কলাকুশলী হিসেবে মঞ্চ ও গণমাধ্যমে কাজ করছেন বিভাগটির উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রাজুয়েটেরা। এর মধ্যে চলচ্চিত্রে জাকিয়া বারী মম ও লুসি তৃপ্তি গোমেজ অভিনেতা হিসেবে এবং খোন্দকার সাজিয়া আফরিন পোশাক পরিকল্পনায় জাতীয় পুরষ্কারে ভূষিত হয়েছেন। মঞ্চ ও অন্যান্য মাধ্যমে অভিনয়ের জন্য প্রশংসা অর্জন করেছিলেন রেফায়েত আরা ঋতু, ফাহিম মালেক ইভান, হাবিব মাসুদ, তানভীর হাসান ওসমানী, সুষমা সরকার, সামিউন জাহান দোলা, ইমরান নূর, মনামী ইসলাম, শ্যামা, আসাদুজ্জামান আবীর প্রমূখ গ্রাজুয়েটেরা। থিয়েটার ডিজাইনে কামালউদ্দিন কবির, পংকজ নিনাদ, শাহীনূর রহমান, খোন্দকার সাজিয়া আফরিন, সামিউন জাহান দোলা, শাহীনুর আক্তার প্রীতি, অপূর্ব অপু প্রমূখ পরিচিতি লাভ করেছেন অনেকদিন ধরেই। বিজ্ঞাপনচিত্রের ক্ষেত্রে তানভীর হাসান ওসমানী, আশফাকুজ্জামান বিপুল, মো. আরিফুল ইসলাম, রনি ভৌমিক, কৃষ্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায় প্রমূখ সুনাম কুড়িয়েছেন। এছাড়াও এ বিভাগের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী ও গ্র্যাজুয়েট গ্রুপ থিয়েটারের নানা দলের সাথে যুক্ত থেকে নাটকের কাজ করছেন দেশব্যাপী। মঞ্চ, গণমাধ্যম ইত্যাদিতে শিল্প সৃজনের পাশাপাশি বিভাগটি তদীয় গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে দীর্ঘদিন ধরে। গত ২৪ বছর ধরে বিভাগীয় জার্ণাল *থিয়েটার স্টাডিজ*-এর প্রকাশ অব্যাহত রয়েছে যেখানে বাংলা নাট্যসহ বিশ্বের নানা নাট্য আঙ্গিক ও শিল্পসূত্রসমূহ নব নব দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষিত হচ্ছে। সেলিম আল দীন পরবর্তী গবেষক হিসেবে শিক্ষকদের মধ্যে আফসার আহমদ, লুৎফর রহমান, রশীদ হারুন, আহমেদ আমিনুল ইসলাম, কামালউদ্দিন কবির, ইউসুফ হাসান অর্ক, ফাহমিদা আক্তার, মোহাম্মদ আশরাফুল হাবীব, রুবাইয়াৎ আহমেদ, সোলনারা আকতার নানামুখী গবেষণায় তাঁদের বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন। বিভাগীয় শিক্ষকদের বাইরেও মুক্তভাবে গবেষণাধর্মী ও সৃজনশীল রচনার সাথে যুক্ত রয়েছেন এ বিভাগের বিপুল সংখ্যক গ্র্যাজুয়েট। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সাংবাদিকতার সাথে যুক্ত রয়েছেন এ বিভাগের অনেক গ্র্যাজুয়েট। পাশাপাশি বিভাগীয় শিক্ষকগণের মধ্যে অনেকেই আন্তর্জাতিক নানা বৃত্তি নিয়ে বিদেশ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে গবেষণা করে বাংলাদেশের নাট্যচর্চাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করছেন। বিভাগটির উপরোক্ত তথ্যসমূহ বিবেচনা করলে সহজেই বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক নাট্যচর্চা ও শিক্ষায় এর অবদানকে অনুধাবন করা যায়। হয়তো এ মতো কারণেই পূর্ণাঙ্গ বিভাগ হিসেবে অগ্রজ এ বিভাগটিকে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নাট্য শিক্ষা ও গবেষণার প্রধান পীঠস্থান হিসেবে সাধারণভাবে বিবেচনা করে থাকেন বাংলাদেশের অনেকেই।

১৯৮৯ সালে কলা অনুষদের ডীনের তত্ত্বাবধানে সাবসিডিয়ারি কোর্স হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যকলা বিষয়ক পাঠদান শুরু হলেও ১৯৯৪ সাল থেকে স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে বিভাগটি। বর্তমানে বিভাগটির নাম 'থিয়েটার এ্যান্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ'। সৈয়দ জামিল আহমেদ এই বিভাগের কার্যক্রম শুরু করবার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন যিনি তদীয় নির্দেশনার স্বকীয়তা ও গবেষণাকর্মের জন্য দেশ-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিন দশকের বেশী সময় অতিক্রান্ত বিভাগ থেকে এ যাবৎ শতাধিক স্নাতক কিংবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেছেন। বিভাগের বর্তমান নামকরণ ও পাঠক্রম থেকে অনুধাবন করা গেছে যে বিভাগটি তদীয় কার্যক্রম কেবল মাত্র শিল্প শিক্ষা নয় বরং সমাজ বিজ্ঞানের একটি যুগপৎ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও সম্পন্ন করতে ইচ্ছুক। সত্যিকার অর্থে 'পারফরম্যান্স স্টাডিজ' বিষয়টি জ্ঞানের তেমনি একটি শাখা। সে

কারণেই হয়তো লক্ষ করা যাচ্ছে যে এই বিভাগের বেশ কিছু গ্র্যাজুয়েট সামাজিক উন্নয়ন তথা 'উন্নয়ন' (Development) ক্ষেত্রে কাজ করছেন। আমাদের নাট্যাঙ্গণে অনেকেই এটি লক্ষ করেছেন যে গ্রুপ থিয়েটার দলগুলোর সাথে এ বিভাগের খুব বেশী সংখ্যক শিক্ষার্থী যুক্ত নন। এই বিষয়ে বিভাগীয় নিজস্ব ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই রয়েছে যা কখনো কখনো ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় আমরা পেয়ে থাকি।[৩] তার ভিত্তিতে মনে হয়, নাট্যচর্চা যেহেতু বাংলাদেশে জীবিকা অর্জনের অবলম্বন এখনো হয়ে ওঠেনি সে কারণেই হয়তো বিভাগটি গ্র্যাজুয়েটদের এ বিষয়ে ততোটা উৎসাহিত করছেন না। তবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্র্যাজুয়েট আমাদের গণমাধ্যমে ইতিমধ্যেই পরিচিত হয়েছেন। এদের মধ্যে বন্যা মীর্জা, গোলাম ফরিদা ছন্দা, তিতাস জিয়া প্রমূখ উল্লেখযোগ্য। তিতাস জিয়া শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও অর্জন করেছেন। পাশাপাশি নির্দেশক বা ডিজাইনার হিসেবে কাজ করে পরিচিতি অর্জন করেছেন ইসরাফিল শাহিন, সাইদুর রহমান লিপন, মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন, এনামতারা সাকী, সুদীপ চক্রবর্তী, আশিকুর রহমান লিয়ন প্রমূখ। নাট্যকার হিসেবে শাহমান মৈশানের নামও উল্লেখযোগ্য। আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যমে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ পরিচালনা বা প্রযোজনা প্রদর্শনীর ব্যাপারেও বিভাগটি বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় ভূমিকা রাখছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'থিয়েটার এ্যান্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ' বিভাগের বিভাগীয় প্রযোজনা হিসেবে *কমলারাণীর সাগরদীঘি* (তৎকালীন নাট্যকলা বিভাগের), *বেহুলার ভাসান, সঙভঙচঙ, এ ডলস হাউজ, চাকা* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

১৯৯০ সাল থেকে 'থিয়েটার' নামক একটি গ্রুপ থিয়েটার ভিত্তিক দল 'থিয়েটার স্কুল' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঢাকাতে বেসরকারী পর্যায়ে নাট্য শিক্ষাদান শুরু করে। বর্তমানে 'আব্দুল্লাহ আল মামুন থিয়েটার স্কুল' নামে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। প্রাথমিকভাবে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে তিন বছরের জন্য স্কুলটি পরিচালিত হয়। এক বছর মেয়াদী সার্টিফিকেট কোর্স ছাড়াও ১৪ টি জেলায় তিন মাসব্যাপী নাট্য বিষয়ক নানা কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে এই প্রতিষ্ঠানটি। প্রতিষ্ঠানটি এখনো পর্যন্ত তাদের নিজস্ব স্থাপনা প্রতিষ্ঠা করতে প্রত্যয়ী। বর্তমানে বাংলাদেশ মহিলা সমিতির একটি ভাড়া করা আয়তনে প্রতিষ্ঠানটি তাদের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই প্রতিষ্ঠানটি নাট্য শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এর প্রায়োগিক চর্চা হিসেবে প্রতিটি ব্যাচের জন্য নিয়মিত প্রযোজনাও করে আসছে। বাংলাদেশের অনেক পরিচিত নির্দেশক থিয়েটার স্কুলের প্রযোজনা নির্দেশনা করেছেন যাদের মধ্যে ড. ইসরাফিল শাহীন, গোলাম সারোয়ার, ড. ভাস্বর বন্দোপাধ্যায়, ড. আইরিন পারভীন লোপা, ফেরদৌসী মজুমদার, আতাউর রহমান, জিল্লুর রহমান জন, রহমত আলী প্রমূখ এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। *ডাকঘর, ভেক, টেম্পেস্ট, কবর, ওয়েটিং ফর গডো, রক্তকরবী, য্যায়সা কি ত্যায়সা, বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ, শর্মিষ্ঠা, চিঠি, যুদ্ধ এবং যুদ্ধ* ইত্যাদি থিয়েটার স্কুলের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা। এই স্কুলের সার্টিফিকেট কোর্সটি সম্পন্ন করে বাংলাদেশের থিয়েটারচর্চায় অনেকেই আত্মনিয়োগ করেছেন বলে লক্ষ্য করা যায়। 'থিয়েটার' নামক দলটি এ স্কুলটির পরিচালনা, নিজস্ব প্রযোজনা নির্মাণ ছাড়াও অনিয়মিতভাবে *থিয়েটার* নামে একটি নাট্য-পত্রিকা ও কিছু প্রকাশনা নিয়মিত/অনিয়মিতভাবে বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনকে উপহার দিয়েছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক স্নাতকোত্তর পর্যায়ে নাট্যকলা বিষয়ে পাঠদান শুরু হয় 'নাট্যকলা ও সঙ্গীত' বিভাগ নামে, ২০০০ সালে। প্রকৃতপক্ষে স্বতন্ত্র দুটি বিষয় একই প্রশাসনিক কাঠামোর অধীনে ১৪ বছর তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। ২০১৪ সালে বিষয় দুটি পৃথক বিভাগে পরিণত হয় এবং 'নাট্যকলা' নামে একটি পৃথক বিভাগ যাত্রা শুরু করে। বিভাগটি প্রথমে কলা অনুষদের অধীনে নাট্যকলা বিষয়ে বি.এ. এবং এম.এ. ডিগ্রী প্রদান করতো। পরবর্তীকালে এই ডিগ্রীর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় বি.পি.এ. (ব্যাচেলর অব পারফরমিং আর্টস) এবং এম.পি.এ. (মাষ্টার অব পারফরমিং আর্টস)। ২০২৪ পর্যন্ত ২১ টি ব্যাচ বিভাগ থেকে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম শেষ করে বেরিয়ে গেছে। এখানে বি.পি.এ-তে শিক্ষার্থীদের নাট্যকলার ইতিহাস ও প্রতিষ্ঠিত নাট্যকলার নানা শাখা বিষয়ে পাঠদান করা হয় ৪০ ভাগ তাত্ত্বিক এবং ৬০ ভাগ ব্যবহারিক কোর্সের মাধ্যমে। প্রতি শিক্ষাবর্ষে রয়েছে একটি করে প্রযোজনা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগ এ পর্যন্ত দুইবার ভারতীয় দূতাবাসের সহযোগিতায় আর্ন্তজাতিক নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছে। দেশে এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার নানা নাট্যোৎসবে অংশগ্রহণ করেছে এই বিভাগটি। বিভাগীয় প্রযোজনার মধ্যে *জন গ্যাব্রিয়েল বার্কম্যান, হ্যামলেট মেশিন, টিনের তলোয়ার, ন, কিত্তনখোলা, রক্তকরবী, ডাকঘর, চণ্ডালিকা', শাজাহান, মা-ফি, দ্য গড অব ডেভিল, তাসের দেশ, অচলায়তন* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা অনেকেই মূলত নাট্যকলার শিক্ষকতা ও গবেষণাসহ নানা গণমাধ্যমসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানে পেশাজীবি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন বলে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নানা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য হাবিব জাকারিয়া, রহমান রাজু, শুসমিন আফসানা, এস এম ফারুক হোসাইন, মীর মেহবুব আলম, আরিফ হায়দার প্রমূখ ইতোমধ্যে নাট্যাঙ্গণে পরিচিত মুখ।[৪]

অপেক্ষাকৃত নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক ও নাট্যকলা বিষয়ে স্নাতক পর্যায়ে

THESPIAN MAGAZINE
An International Peer-Reviewed Journal of Inter-disciplinary Studies
Santiniketan, West Bengal, India ISSN 2321-4805
DAUL A Theatre Group©2013-26

পাঠদান শুরু হয় ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষ থেকে। বিভাগটির বর্তমান নাম 'থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ' বিভাগ। প্রাথমিকভাবে জাহাঙ্গীরনগর, ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যলয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী কতিপয় শিক্ষকসহ পরিচালিত বিভাগটি এ যাবৎ প্রায় শতাধিক গ্রাজুয়েট উপহার দিয়েছে বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গণকে। জানা যায় স্নাতকোত্তর পর্যায়ে থিসিস ও নন থিসিস দুটি গ্রুপে ডিগ্রী প্রদান করে থাকে বিভাগটি। উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক বিভাগগুলোর তুলনায় এ বিভাগে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হয়। কোন কোন শিক্ষাবর্ষে ৫০ এর অধিক শিক্ষার্থী ভর্তির তথ্য পাওয়া গেছে বিভাগীয় সূত্র অনুসারে। এ বিভাগটির প্রযোজিত উল্লেখযোগ্য প্রযোজনাগুলির মধ্যে *মৃত্যুক্ষুধা, হ্যামলেট, নূরুলদীনের সারাজীবন, মহুয়া, জণ্ডিস ও বিবিধ বেলুন, ওথেলো, বিষাদ সিন্ধু* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য যার মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রযোজনা দেশের নানা স্থানের উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে।[5] এছাড়া গত কয়েক বছর যাবৎ 'পরিবেশ থিয়েটার' (Environmental Theatre)-চর্চার নানা উদ্যোগও দেখা যায় এ বিভাগটির কর্মকাণ্ডে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নাট্য শিক্ষাদান শুরু হয়েছিলো 'সংগীত ও নাট্যকলা' নামের একটি বিভাগের সূচনার মধ্য দিয়ে ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে। বর্তমানে 'নাট্যকলা' বিভাগ নামে পৃথকভাবে এই বিভাগটির শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চলছে। এ পর্যন্ত প্রায় দেড় শতাধিক নাট্য শিক্ষার্থী এই বিভাগে শিক্ষারত বলে বিভাগীয় দাপ্তরিক সূত্রে জানা যায়। সময়ের দৈর্ঘ্য বিচারে বিভাগটি এখনও নতুন এবং এখন কয়েকটিমাত্র ব্যাচ তাদের শিক্ষা কার্যক্রম শেষ করে নাট্যশিল্প চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছে অথবা করেনি। এই বিচারে বিভাগটির কার্যক্রমের ভূমিকা মূল্যায়নের পর্যায়টি অপেক্ষার দাবী রাখে। তবে ব্যক্তিগত ও একাডেমিক পর্যায়ে বিভাগটির পাঠক্রম সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা থেকে অনুধাবন করা গেছে যে এই বিভাগটিও বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাটমূলক আঙ্গিকগুলোকে দেশজ সাংস্কৃতিক স্বকীয়তার দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করতে প্রত্যয়ী। যাত্রা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, যাত্রা পালার প্রযোজনা, 'গীতরঙ্গ' অভিধায় পাঠক্রমে কোর্সের অন্তর্ভুক্তির প্রয়াসসহ বেশ কয়েকটি উদ্যোগ এই পর্যবেক্ষণকে সমর্থন করে বলে বিবেচনা করা সঙ্গত। ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীপ্রাপ্ত শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা বিভাগটি এখনো পর্যন্ত পরিচালিত হচ্ছে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্য বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াও বেশ কয়েকটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কুল পর্যায়ে নাটক বা তদসম্পর্কিত বিষয়গুলোতে শিক্ষা ও চর্চা হয়ে থাকে বলে লক্ষ করা গেছে। ঢাকাস্থ তেজগাঁও কলেজ ও হাবীবুল্লাহ বাহার কলেজের 'থিয়েটার এ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ'[6], কক্সবাজার সিটি কলেজের 'থিয়েটার স্টাডিজ' বিভাগসহ[7] রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্বদ্যিালয়ের 'নাট্যকলা' বিভাগ ছাড়াও নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ড্রামা ক্লাব, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস, শান্ত মরিয়ম বিশ্ববিদ্যালয়, স্কলাসটিকা স্কুল ও কলেজসহ বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাট্যচর্চার নানা প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা করছে বলে এ পর্যন্ত জানা গেছে। এছাড়াও কয়েক দশক ধরে শুধুমাত্র নাটক বিষয়ক স্কুল, এ বিষয়ক ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট কোর্স ইত্যাদি পরিচালনা করছে বেশ কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। 'আরণ্যক পাঠশালা', 'প্রাচ্যনাট স্কুল অ্যাকটিং এন্ড ডিজাইন', 'নাগরিক নাট্যাঙ্গণ ইনস্টিটিউট অব ড্রামা', 'বটতলা এ্যাক্টরস স্টুডিও', 'চারুনীড়ম স্কুল অব অ্যাকটিং', 'চট্টগ্রামের ফেইম স্কুল অব ড্যান্স, ড্রামা এ্যান্ড মিউজিক', 'বিবর্তন যশোর আবৃত্তি ও স্কুল' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও একেবারেই ব্যক্তিগত উদ্যোগে শামীমা শওকত লাভলী পরিচালিত 'নব আনন্দ'-র মতো আরো কিছু প্রতিষ্ঠান নাট্য ও সংস্কৃতিচর্চার নানা ক্ষেত্রে নিয়োজিত রয়েছে। প্রাচীনত্বের ক্রম বিচারে 'নাট্য শিক্ষাঙ্গণ' ও 'থিয়েটার স্কুল' সম্পর্কে পূর্বেই আলোকপাত করা হয়েছে । এ ধরনের আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এ পর্যায়ে খানিকটা আলোকপাত করা গেল। উল্লেখ্য, এতদ্বিষয়ক আলোচনা প্রতিষ্ঠানগুলোর জ্যেষ্ঠতার ক্রম অনুসারে নয়।

২০০১ সালের ৮ জুন প্রাচ্যনাট স্কুল অফ অ্যাকটিং অ্যান্ড ডিজাইন তার যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটির প্রসঙ্গকথা থেকে জানা যায়,

> এই স্কুলটির র্কাযক্রম শুরু হয়েছিলো প্রাচ্যনাট থিয়েটার কর্মীদের একটি বিশেষ ভাবনা থেকে। বাংলাদেশে থিয়েটার কার্যক্রম অনেকগুলো পর্যায় পেরিয়ে বর্তমানে একটি মাল্টি ডাইমনেশনাল কালচার এবং ইলক্ট্রেনিক মিডিয়ার বুম (Boom) এর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। এরকম একটি সময়েও থিয়েটার একটি পুর্নাঙ্গ মাধ্যম। এই ধ্রুপদী শিল্পকলার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের সমকালকে চিনে নিতে পারি। ("প্রসঙ্গকথা", প্যা. ১, লা. ২-৫)

১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত নাট্যদল 'প্রাচ্যনাটে'র তরুণ নাট্যকর্মীরা উদ্যোগ নিয়ে প্রাচ্যনাট স্কুল অফ অ্যাকটিং অ্যান্ড ডিজাইন প্রতিষ্ঠা করে। ২০২৪ সাল পর্যন্ত ৪০টি ব্যাচ সফলতার সাথে তাদের কোর্স সমাপন করেছে। *দ্য প্রপোজাল, রোমিও জুলিয়েট, গল্প হেকিম সাহেব, ইবলিশ, মুনতাসির, নরক গুলজার, লালসালু, রক্ত কল্যাণ, দ্যা টেম্পেস্ট, দি হেয়ারি এপ, গুপী*

গাইন বাঘা বাইন, চম্পাবতী, খোয়াবনামা ইত্যাদি এই প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন প্রযোজনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। প্রযোজনাগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই দর্শকনন্দিত হয়েছে। উল্লেখ্য, এই প্রতিষ্ঠান থেকে সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন করার পর অনেক শিক্ষার্থীই প্রাচ্যনাট দলটির সদস্য হিসেবে যুক্ত হয়ে নিয়মিত নাট্যচর্চা করে আসছে।[৮]

১৯৯৮ সালে চট্টগ্রামে 'ফেইম'-এর কার্যক্রম শুরু হয় অসীম দাশ গুপ্ত ও তিলোত্তমা সেনগুপ্তার প্রচেষ্টায়। নাট্যকলায় অসীম দাশ, নৃত্যকলায় তিলোত্তমা সেনগুপ্তা আর সংগীত বিভাগে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন প্রখ্যাত গণসংগীত শিল্পী অশোক সেনগুপ্ত। ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা'র নাট্যক্রমের অনুপ্রেরণায় চলতে থাকে ছয় মাস মেয়াদী অভিনয় কোর্স, কত্থক নৃত্য এবং শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ। ২০০১ সালের ২৮ অক্টোবর আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ- চট্টগ্রাম এর সহযোগীতায় আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ- চট্টগ্রাম মিলনায়তনে মঞ্চায়িত হয় কমেডির জনক খ্যাত মলিয়্যের রচিত '*LE MARRIAGE FORCE*' এর অনুবাদ অসীম দাশ নির্দেশিত *বিয়ে বিড়ম্বনা*। যদিও এর আগে ২০০০ সালের ৪-৯ ফেব্রুয়ারি ফেইম পরিচালক অসীম দাশের নির্দেশনায় চট্টগ্রামের ৪টি দলের নাটক নিয়ে 'বিগত দিনে বিচিত্র বোধনে অসীম দাশের ঋদ্ধ নির্দেশনা' শীর্ষক পাঁচ দিন ব্যাপি উৎসবের আয়োজন করে ফেইম। বর্তমানে ফেইমের নাট্যকলা বিভাগের দুটি কোর্স চালু রয়েছে; অভিনয়ের জন্য ৪৮ টি ক্লাসের চার মাস মেয়াদী "এক্টরস স্টুডিও" এবং ১০টি ক্লাসে তিন মাস মেয়াদী ডিজাইন ও ডিরেকশনের "ডিরেক্টরস ল্যাব"। ইতিমধ্যে এক্টরস স্টুডিও'র ২৫টির অধিক ব্যাচ এবং ডিরেক্টরস ল্যাব'র ৬টির অধিক ব্যাচ, সর্বমোট ৩১ টি ব্যাচ[৯]-এর প্রায় চার শতাধিক নাট্যশিল্পী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ফেইম নাট্যকলা বিভাগে ও বিভিন্ন দলে নিজেদের থিয়েটার চর্চা অব্যাহত রেখেছে। ২০০৮ সাল থেকে ফেইমে শুরু হয় পাঁচ বছর মেয়াদী শিশুনাট্য ও আবৃত্তি বিভাগ। ২০ বছরের পথচলায় ফেইম নাট্যকলা বিভাগ নিয়মিত মঞ্চে এনেছে বিশ্বনাট্য সাহিত্যের পুরোধা নাট্যকারদের কালজয়ী সব নাটক- মলিয়্যের'র *বিয়ে বিড়ম্বনা* (২০০১), *জর্জ দ্যাঁদ্যাঁ* (২০০২), জ্যঁ আনুঈ'র *আন্তিগঁ* (২০০৩), জ্যঁ জিরাদু'র *শাইলোর উন্মাদিনী* (২০০৪), হেনরিক ইবসেন'র *দ্য গোস্ট* (২০০৬), ফ্রানয্ কাফকা'র *দ্য ট্রায়াল* (২০০৬), *মেটামরফোসিস* (২০১০), সাড়ে চার ঘন্টা ব্যাপ্তিকালের নাটক সফোক্লিস'র গ্রীক ট্রিলজী- *ইডিপাস, ইডিপাস অ্যাট কলোনাস* এবং *আন্তিগোনে* (২০০৫), বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'র *মুক্তির উপায়* (২০০৭), *রক্তকরবী* (২০১০), ইউজিন আয়োনেস্কো'র *দ্য লিডার* (২০০৯), *দ্য লেসন* (২০১১), হেলেন সিক্সুস'র *ড্রামস্ অন দ্য ড্যাম* (২০১০), স্যামুয়েল বেকেট'র *অল দ্যাট ফল* (২০১০), *ট্রায়ও* (*ওহিও ইম্প্রম্পটু, এহ জো, ক্যাটাস্ট্রফি*) (২০১১), অসীম দাশের সম্পাদনায় *নকিং* (২০১১), কার্লো গোলদোনি'র *দ্য সারভেন্ট অব টু মাস্টারস* (২০১৪), আলব্যের ক্যামু'র *ক্যালিগুলা* (২০১৫), *ল্য জাস্টিস* (২০১৮), ফরাসী সাহিত্যিক অন্দ্রে মালরোর জীবন নিয়ে অসীম দাশ-এর সম্পাদনায় *দ্য হোপ* (২০১৬)। অসীম দাশের নির্দেশনায় দেশে বিদেশে এই নাটকগুলোর তিন শতাধিক মঞ্চায়ন সমাপ্ত হয়েছে ইতোমধ্যেই। দেশের বাইরেও প্রযোজনা মঞ্চায়নে ফেইম নাট্যকলা বিভাগ সরব থেকেছে বরাবর। ২০০৫ এ যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড হাউস এ *জর্জ দ্যাঁদ্যাঁ*, ভারতের দিল্লীর National School of Darama (NSD)-র ৫০ বছর পূর্তিতে আয়োজিত "১০ম ভারত রঙ মহোৎসব" ২০০৮-এ প্রযোজনা *কাঠগড়া*, "১২তম ভারত রঙ মহোৎসব" ২০১০-এ দিল্লী এবং ভূপাল-এ প্রযোজনা *শাইলোর উন্মাদিনী*, "১৫তম ভারত রঙ মহোৎসব" ২০১৩-এ দিল্লী এবং জয়পুর-এ প্রযোজনা *বাঁধ*, "১৮তম ভারত রঙ মহোৎসব" ২০১৬ তে প্রযোজনা *নওকর শয়তান মালিক হয়রান* ইত্যাদি এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। ২০১০ সালে পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুরে "বহরমপুর রেপারটারী উৎসব"-এ প্রযোজনা *অমৃতের সন্ধানে*, কল্যাণী কলামন্ডলম, পশ্চিমবঙ্গ আয়োজিত "৯ম আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসবে" এ *জর্জ দ্যাঁদ্যাঁ* নাটকের মঞ্চায়ন হয় ২০১৫ সালে। শান্তিপুর রেপারেটরীর আমন্ত্রণে শান্তিপুর পশ্চিমবঙ্গে নাটক *জর্জ দ্যাঁদ্যাঁর* মঞ্চায়ন ২০১৫ সালে। ২০১৬ তে কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে নটী বিনোদিনী মঞ্চে *নওকর শয়তান মালিক হয়রান*। ২০১৮ সালে "৮ম থিয়েটার অলিম্পিক"-এ ভারতের দিল্লী ও পাটনায় 'ফেইম নাট্যকলা বিভাগ' মঞ্চায়ণ করে নাটক *ক্যালিগুলা*।[১০]

দেশের অন্যতম জ্যেষ্ঠ নাট্য সংগঠন 'আরণ্যক' ২০১৪ সাল থেকে 'আরণ্যক পাঠশালা' নামে একটি ৩ মাস মেয়াদী নাট্য বিষয়ক সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা করে আসছে। তবে উল্লেখ্য যে এর বহু আগে থেকেই দলটি নিয়মিত এতদ্বিষয়ক নাট্যকর্মশালা পরিচালনা করে আসছিলো। 'আরণ্যক' ও তার বাইরের অনেক প্রথিতযশা নাট্য ব্যক্তিত্ব এই কোর্সে পাঠদান করেন। তবে মূখ্য প্রশিক্ষক হিসেবে পাঠদান করেন নাট্যকার নির্দেশক অভিনেতা মামুনুর রশীদ। কোর্স শেষে প্রতিটি ব্যাচই একটি করে প্রযোজনা মঞ্চায়ন করে থাকে। প্রতি ব্যাচের শিক্ষার্থীদের জন্য 'আরণ্যকে' অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক নয়, তবে জানা গেছে যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেউ ইচ্ছুক হলে তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যবেক্ষণের পর দলে অন্তর্ভুক্ত করবার ব্যাপারটি চালু রয়েছে। দলীয় তথ্য পাওয়া পর্যন্ত ১৯ টি ব্যাচ এই কোর্সটি সম্পন্ন করেছে যাদের মধ্যে অনেকেই আরণ্যকসহ দেশের নানা নাট্য সংগঠন তথা বিভিন্ন মাধ্যমে থিয়েটার বা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কর্মরত আছেন। এই প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন ব্যাচের প্রযোজনাগুলোর মধ্যে *ওরা কদম আলী, তোতাকাহিনী, ময়ূর*

সিংহাসন, মর্তের অরসিক, ডাকঘর, খ্যাতির বিড়ম্বনা, একাত্তরের ডাকঘর, সেনোরা কারারের রাইফেল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[১১]

২০০৫ সাল থেকে 'নাগরিক নাট্যাঙ্গণ ইনস্টিটিউট অফ ড্রামা' (এনএনআইডি) নামে একটি ৬ মাস মেয়াদী কোর্স পরিচালনা করছে 'নাগরিক নাট্যাঙ্গণ'। ড. ইনামুল হক (অধ্যক্ষ) এবং লাকী ইনামের (চেয়ারম্যান/সভাপতি) উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠানটি কাজ শুরু করে ২০০৫ এর এপ্রীল মাস থেকে। এঁরা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন বরেণ্য নাট্যজন নিয়মিত-অনিয়মিতভাবে এই প্রতিষ্ঠানে পাঠদান করে থাকেন বলে জানা যায়। ২০২৬ সাল পর্যন্ত ২৮টি ব্যাচ এই কোর্সটি সম্পন্ন করেছে বলে জানা যায় ("স্মরণিকা" ২০২৬, ১)। এই প্রতিষ্ঠানটির উল্লেখযোগ্য প্রযোজনাগুলো হলো *গওহর বাদশা বানেছা পরী, প্রস্তাব, স্বর্ণজাল, অপারেশন জ্যাকপট, ৭১ ও একজন নাট্যকার, নৃপতি, উৎসব, তারতুফ, নেতা* ইত্যাদি ("স্মরণিকা" ২০১৭, ১৮)।

উপরে উল্লেখিত বেসরকারী পর্যায়ের নাট্য শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়াও ঢাকা ও ঢাকার বাইরে অনেক প্রতিষ্ঠান নিয়মিত-অনিয়মিতভাবে নাটক ও নাট্য বিষয়ে বিভিন্ন মেয়াদী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। বিভিন্ন দলীয় ওয়ার্কশপ ছাড়াও বাংলাদেশের আইটিআই, শিল্পকলা একাডেমি নানা পর্যায়ে অভিনয়, ডিজাইন কিম্বা প্রযোজনা কেন্দ্রিক নানা কর্মশালাও পরিচালনা করছে বহুবছর যাবৎ।

এ প্রসঙ্গে 'আইটিআই' বাংলাদেশ শাখার বিষয়ে দুয়েকটি কথা না বললেই নয়। Bangaldesh Centre for International Theatre Institute নামে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশে কাজ করছে প্রায় তিন যুগ ধরে। ১৯৮২ সালে সহযোগী সদস্যপদ লাভের পর বাংলাদেশ ১৯৮৯ সাল থেকে আইটিআই এর স্থায়ী সদস্য হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানটি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রতিষ্ঠানটি অনিয়মিতভাবে থিয়েটার বিষয়ক কিছু সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ইত্যাদি পরিচালনা করে থাকে। প্রবন্ধের প্রথমেই উল্লেখ করা গেছে যে, ২০২৩ সালের ৬ আগস্ট বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের লেখক এ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে আয়োজিত একটি সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল, "বাংলাদেশে নাট্যচর্চার পথ ও প্রবণতা: সমকালীন একটি পর্যবেক্ষণ"। তাছাড়া এ প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯২ সাল থেকে কখনও নিয়মিত কখনও অনিয়মিতভাবে *The World of Theatre* নামে একটি জার্ণাল প্রকাশ করে চলেছে। বাংলাদেশ থেকে সর্বশেষ এ জার্ণালটি প্রকাশিত হয় ২০১৭ সালে।[১২] জার্ণালের বিভিন্ন সংখ্যায় আইটিআই অন্তর্ভূক্ত অনেকগুলো দেশের থিয়েটারচর্চা বিষয়ে সচিত্র প্রতিবেদন পাওয়া যায়। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন আব্দুস সেলিম। তাছাড়া বিশ্ব আইটিআই এর সাম্মানিক সভাপতি হিসেবে রামেন্দু মজুমদার রয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম অনিয়মিত হলেও বিশ্ব থিয়েটারের নানা পথ ও প্রবণতার সাথে বাংলাদেশের প্র্যাকটিশনারদের পরিচয় ঘটেছে প্রধানত এ প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমেই। এর আমন্ত্রণে বিশ্বের অনেক নাট্যব্যক্তিত্ব এদেশে এসে কাজ করেছেন। কখনও কর্মশালা পর্যায়ে, কখনও প্রযোজনা নির্মাণ পর্যায়েও।

Bangladesh Theatre Archieves নামে আরেকটি প্রতিষ্ঠান বাবুল বিশ্বাস নামে একজন নাট্যজনের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১৯৮৬ সাল থেকে বাংলাদেশে কাজ করে চলেছে।[১৩] এদেশের নাট্যচর্চা বিষয়ে বহু তথ্য, জার্ণাল, পোস্টার ইত্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে চলেছে এ প্রতিষ্ঠানটি। অনলাইন ও অফলাইনে থাকা এ সংগ্রহগুলো থেকে গবেষকগণ উপকৃত হতে পারে বলে লেখক প্রত্যক্ষ করেছেন।

প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির নিকেশ-কড়চা ও নাট্যচর্চায় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন

প্রাপ্তির কথা দিয়ে শুরু করলে প্রথমেই বলা যায় যে, নাট্যশিক্ষা ও গবেষণার একটি ধারা বর্তমান বাংলাদেশে বহমান যা গত শতকের নব্বইয়ের দশকের আগে খুব একটা ছিল বলে মনে হয়না। সত্যিকার অর্থে 'নাটক' বা 'নাট্য' যে একটি শিক্ষা বা গবেষণার বিষয় হতে পারে এই ধারণাটাই বাংলাদেশে প্রচলিত ছিলনা। বর্তমানে দেশের ৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যশিক্ষার জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষক ও গবেষক রয়েছেন যাঁদের অনেকেই শিক্ষা বিষয়ক তদীয় কৃতিত্বের সাথে শুধু দেশ নয় বিদেশ থেকেও উচ্চশিক্ষা অর্জন করেছেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ ফুলব্রাইট ফেলোশিপ, কমনওয়েলথ স্কলারশিপ, মনবুকাগাকুশো স্কলারশিপ, জাপান ফাউন্ডেশন ফেলোশিপ, আইসিসিআর স্কলারশিপ ইত্যাদি নানা বিদেশী বৃত্তিসহ উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, রাশিয়া ও ভারতের পাশাপাশি অধুনা অনেক নাট্য শিক্ষার্থী/শিক্ষক চিন, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, নরওয়েতেও তাঁদের উচ্চশিক্ষার জন্য পাড়ি জমাচ্ছেন বলে জানা যাচ্ছে। নাট্যবিষয়ক দেশী-বিদেশী পি.এইচ.ডি-র সংখ্যাও এখন অনেক। এভাবে গবেষক-শিক্ষকদের নানা প্রকাশনা ও গবেষণামূলক কর্মকান্ড নাট্যবিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণার একটি নতুন ধারা তৈরি করেছে গত কয়েক দশক ধরে। নাট্যবিষয়ক নানা লেকচার ওয়ার্কশপ, সংলাপ, ফিল্ডওয়ার্ক, সেমিনার ইত্যাদিও এই বক্তব্যের ভিত্তি হিসেবে সকলের চোখেই পড়ে। এছাড়াও, নাট্য বিষয়ক নানা গ্রন্থাদি রচনায় যাঁরা রয়েছেন তাঁদের বেশীরভাগই নাট্য বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষিত। এ সমস্ত গ্রন্থাদি ও নানা গবেষণামূলক

রচনা থেকে আমরা বিশ্ব নাট্য ও বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্য সম্পর্কিত নানা শিল্পসূত্রের বিশ্লেষণ পেয়ে গেছি গত দুই-তিন দশকেই। সেলিম আল দীন, সৈয়দ জামিল আহমেদ, আফসার আহমদ, লুৎফর রহমান, ইউসুফ হাসান অর্ক, সাইদুর রহমান লিপন, সাইমন জাকারিয়া, হাবিব জাকারিয়া, সুদীপ চক্রবর্তী, শাহমান মৈশানসহ আরও বহু গবেষকের গবেষণামূলক রচনাদি এখন আমরা সহজেই পেয়ে যাই যা গত শতকের নব্বইয়ের দশকের পর থেকেই শুরু হয়েছিল। কাজেই বলা যায় যে, নাট্য বিষয়ে নানা জ্ঞান আহরণসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর যে সন্ধান আমরা পেয়েছি গত কয়েক দশক ধরে, তার পেছনে প্রাতিষ্ঠানিক নাট্য শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ক্রিয়াশীল।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, নাট্য বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিকদের পাশাপাশি কয়েকজন অগ্রজ নাট্যজনের বদৌলতে আমরা বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় আঙ্গিকগত, সাংগঠনিক ও প্রযোজনারীতির নানা ধরণের নিরীক্ষা দেখতে পাচ্ছি। গত শতকের সত্তুর-আশির দশকে এনএসডি ফেরত কয়েকজন কৃতি নাট্যজনের সুবাদে নাট্য প্রযোজনায় নিরীক্ষার যে ধারা শুরু হয়েছিল, নব্বইয়ের দশকের পর থেকে তা আরো তরান্বিত হয়ে নিরীক্ষাধর্মী নাট্যের এক প্রবল জোয়ারে পরিণত হয়েছে। দেশজ নাট্যের ইতিহাস পুনরুদ্ধার থেকে শুরু করে স্বীয় জনপদের নন্দনতাত্ত্বিক দর্শনের প্রতি আমাদের ফিরে তাঁকানোর প্রবণতা লক্ষ করা গেছে নাটক রচনা ও প্রয়োগে। নিরীক্ষার এ উদ্যোগ প্রাথমিকভাবে সেলিম আল দীন, নাসিরউদ্দীন ইউসুফ, মামুনুর রশীদ, সৈয়দ জামিল আহমেদ, আফসার আহমদ প্রমূখের হাত ধরে শুরু হয়েছিল, স্বীকার করতেই হবে। ‘গ্রাম থিয়েটার’ আন্দোলনের পাশাপাশি ‘মুক্ত নাটক’ আন্দোলন নিয়ে মামুনুর রশীদ ও আরণ্যক নাট্যদল এগিয়ে এসেছিলেন। পাশাপাশি ৯০ এর দশকের আগে থেকেই পথনাটকের একটি সুস্পষ্ট ধারা বহমান রয়েছে। কয়েক দশক আগে দেশচেতনা ও সমাজমনস্কতা এভাবেই প্রতিফলিত হয়েছিলো আমাদের নাট্যচর্চার নানা উদ্যোগে। ‘মুক্ত নাটক’ আন্দোলন বর্তমানে কিছুটা স্তিমিত। সাংগঠনিক দিক থেকে বলতে গেলে গত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশে চলছে রেপার্টরী থিয়েটারের চর্চা। নাট্যচর্চার আরেকটি বিশেষ দিক সম্পর্কে না বললেই নয়। তা হলো নাটক বিষয়ক পত্রিকার প্রকাশনা যেখানে এ দেশের নাটক বিষয়ক খবরাখবরের পাশাপাশি মৌলিক ও অনুবাদ নাটক, নাট্যচর্চার খবরাখবর এবং নাটক বিষয়ক নানা নিবন্ধ ছাপানো হয়। নাটক বিষয়ক পত্রিকার ইতিহাস বিষয়ে অগ্রজ বাবুল বিশ্বাস তথ্যবহুল ও পদ্ধতিগত গবেষণায় ব্রতী হয়েছেন বলে জানা গেছে। এ বিষয়ে বক্ষ্যমাণ লেখায় এটুকু বলা প্রয়োজন যে, *থিয়েটার, থিয়েটার ফ্রন্ট, ফ্রন্টলাইন থিয়েটার, নাট্যপত্র, মঞ্চকথা, আনর্ত, দুই বাংলার থিয়েটারসহ...* আরও বহু পত্রিকা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের বাইরে থেকে ব্যক্তিগত বা দলীয় উদ্যোগে প্রকাশিত হয়ে বর্তমান বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় ভূমিকা রেখে চলেছে। এগুলোর মধ্যে কোন কোনটি নিয়মিত আবার কোন কোনটি অনিয়মিত। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এতদ্বিষয়ক জার্ণাল প্রকাশিত হতে দেখা যাচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো থেকে। তবে একমাত্র জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ প্রকাশিত *থিয়েটার স্টাডিজ* ছাড়া অন্যগুলো নিয়মিত নয়।

নাট্যচর্চায় একাডেমিশিয়ানদের ভূমিকা প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে গ্রুপ থিয়েটার কার্যক্রমের পাশাপাশি পেশাদারী দৃষ্টিভঙ্গিতে নাট্যচর্চার নানা উদ্যোগ লক্ষ্য করা গেছে গত তিন দশক ধরে। সেই উদ্যোগগুলোর মধ্যে ঢাকাসহ দেশজুড়ে রিপারটরী দলগুলোর কাজকর্ম, প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বা প্রকল্পভিত্তিক নাট্যচর্চার নানা দৃষ্টান্ত রয়েছে। ‘স্পর্ধা’, ‘নাট্যম রিপারটরী’, ‘হৃৎমঞ্চ’, ‘কবিয়াল’, ‘অন্তর্যাত্রা’সহ আরো বেশ কিছু রিপারটরীর নাট্য প্রযোজনাভিত্তিক কার্যক্রমকে বিবেচনা করলে আমরা দেখবো সেগুলোর বেশিরভাগ পরিচালনা করছেন নাট্য বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একাডেমিকভাবে শিক্ষিতজনেরাই। আবার নাট্য বিষয়ক গবেষণাতেও একাডেমিশিয়ানরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অবদান রাখছেন যা এ লেখার পূর্ববর্তী অংশে ইতোমধ্যেই নির্দেশ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে অন্তত এটুকু স্পষ্ট যে ‘নাট্য’ বিষয়টি যে গবেষণার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা নিরূপণে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে তার প্রকাশ একাডেমিক পর্যায়ের নাট্যচর্চায় নিয়োজিতজনেরাই করেছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে। দেশব্যাপী বেসরকারী পর্যায়ে নানা আকার ও আয়তনের মঞ্চ গড়ার ক্ষেত্রেও তাদের উদ্যোগ লক্ষণীয়। বৃহত্তর অর্থে সংস্কৃতিচর্চা হিসেবে উপরোক্ত উদ্যোগগুলো বিবেচনা করলে এগুলোকে নিদেনপক্ষে নাট্যচর্চায় দৃষ্টিভঙ্গির দৃশ্যমান পরিবর্তন হিসেবে সহজেই শনাক্ত করা সম্ভব হয়।

প্রাপ্তির অনুধাবনকে যাচাই করতে এবার নাট্যচর্চা বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষিতজনদের কাজকর্মের দিকে আরেকটু স্পষ্টভাবে আলোকপাত করা যাক। বর্তমান বাংলাদেশের নিয়মিত নাট্যচর্চার যে ধারা সেদিকে লক্ষ করলে সহজেই চোখে পড়ে যে, নাটক রচনার পাশাপাশি, বিশেষ করে নির্দেশনা বিষয়ে একাডেমিশিয়ানগণ সারা দেশ জুড়ে নানা পর্যায়ে নাটকের কাজ করে চলেছেন। কখনো নিজ দলে, কখনো অন্য দলে পেশাদারী আমন্ত্রিত নির্দেশক হিসেবে, কখনোবা সরকারী বা বেসরকরী সংস্থার ইস্যুভিত্তিক নানা প্রযোজনার জন্য তাঁরা নিয়োজিত রয়েছেন। মঞ্চ নাটকে নির্দেশক ডিজাইনারদের মধ্যে সৈয়দ জামিল আহমেদ, ওয়াহিদা মল্লিক জলি, কামালউদ্দিন কবির, আইরিন পারভীন

THESPIAN MAGAZINE
An International Peer-Reviewed Journal of Inter-disciplinary Studies
Santiniketan, West Bengal, India ISSN 2321-4805
DAUL A Theatre Group©2013-26

লোপা, দেবাশীষ ঘোষ, সম্বিত সাহা সেতু, ইউসুফ হাসান অর্ক, সাইদুর রহমান লিপন, সুদীপ চক্রবর্তী, রেজা আরিফ, আশিকুর রহমান লিয়ন, এনামতারা সাকী, খোন্দকার সাজিয়া আফরিন, ফাহিম মালেক, শুভাশিস সিনহা, অনীক কুমার সাহা, তানভীর নাভিদ খান প্রমূখ নানা পুরস্কার-পদকে মনোনীত, বিজয়ী বা দর্শকপ্রিয় হয়ে পরিচিতি পেয়েছেন। উপরের অনুচ্ছেদে বর্ণনামূলক বাংলা নাট্য রচনা ও নির্দেশনার ক্ষেত্রে যাঁদের নাম উল্লেখিত হয়েছে তাঁদের বেশীরভাগই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নাট্য শিক্ষায় শিক্ষিতজন। চলচ্চিত্র বা টেলিভিশন ফিকশন নির্মাণ, বিজ্ঞাপনচিত্র বা প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণেও রয়েছেন কেউ কেউ। আবু রেজওয়ান ইউরেকা, ফাহমিদা আক্তার, শুভ্র খান, মারুফ মিঠু, দীপংকর দীপন, তানভীর হাসান ওসমানী, রাজীবুল হোসেন খন্দকার, হাবিব মাসুদ, কাজী প্লাবন, তুহিন অবন্ত, আশফাকুজ্জামান বিপুল, মো. আরিফুল ইসলাম, অনন্য ইমন, মাসুদ নিক্সন, গৌতম কৈরীদের মতো নির্মাতারা টেলিভিশন ফিকশন, বিজ্ঞাপনচিত্র, প্রামাণ্যচিত্র ও চলচ্চিত্রও নির্মাণ করছেন। টিএফডি কার্যক্রমে বেশিরভাগই থিয়েটার বিষয়ক গ্র্যাজুয়েটগণ কাজ করছেন। শাহীনুর রহমান, সামীউন জাহান দোলা, লুসি তৃপ্তি গোমেজ, হাফিজ শিশির, মুনমুন, রাহুল প্রসাদ, রায়হান, সজল প্রমূখ এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। অভিনেতাদের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় যে বেশ কিছু সংখ্যক একাডেমিশিয়ান অভিনেতা গ্রুপ থিয়েটার চর্চার জন্য বিভিন্ন দলে অংশগ্রহণ করে ঢাকাসহ বাংলাদেশের মঞ্চে নিয়মিত নাট্যচর্চার সাথে জড়িত থেকে নানা মাত্রায় নন্দিত ও পুরস্কৃত হয়েছেন। অভিনেতাদের মধ্যে অনেকেই আবার কোনো নির্দিষ্ট দলের সাথে যুক্ত না থেকে ফ্রি-ল্যান্স অভিনেতা হিসেবে নানা প্রযোজনায় অভিনয় করছেন। সে প্রযোজনা গ্রুপ থিয়েটার ভিত্তিক নিয়মিত নাটক না হয়ে চলচ্চিত্র, কোনো রিপারটরী বা এনজিও ভিত্তিক কোনো প্রযোজনা হলেও তাঁদের এ বিষয়ে কোনো আপত্তি নেই। আগেই উল্লেখ করা গেছে যে, জাকিয়া বারী মম, লুসি তৃপ্তি গোমেজ, তিতাস জিয়া প্রমূখ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষিত নাট্যবিষয়ক গ্র্যাজুয়েটগণ ইতোমধ্যে অভিনয়ের জন্য জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কৃতও হয়েছেন। মঞ্চাভিনয়ের জন্য মনামী ইসলাম 'ইশরাত নিশাত নাট্য পুরস্কার' ২০২২ অর্জন করার পাশাপাশি এ ধরনের নানা পুরস্কারে কাজী রোকসানা রুমা, রেফায়েত আরা, তানভীর হাসান ওসমানী, তিতাস জিয়াসহ আরো অনেকেই বিভিন্ন সময়ে মনোনীত হয়েছেন। থিয়েটার ডিজাইনারদের ক্ষেত্রেও একই চিত্র যা এ প্রবন্ধের পূর্ববর্তী অংশে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়াও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে কালচারাল অফিসার বা প্রশিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন একাডেমিশিয়ানদের অনেকেই। বিজ্ঞাপনচিত্র প্রতিষ্ঠানেও কর্মরত আছেন থিয়েটার গ্র্যাজুয়েটগণ। সরাসরি থিয়েটারচর্চার বাইরে সংগীত ও নৃত্যকলার নানা ক্ষেত্রে নাট্যকলা বিষয়ক শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের স্বাক্ষরও লক্ষণীয় পর্যায়ে বিচার্য। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিকতাসহ নানামূখী অবদান রেখে আসছেন নাটক বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকধারী অসংখ্য গুণী গ্রাজুয়েটেরা।

অপ্রাপ্তির কথাও বলতে হয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য করবার বিষয় হলো, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষিত নাট্যজনেরা কেউই নাট্যচর্চাকে তাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান বা একমাত্র অবলম্বন হিসেবে এখনো পর্যন্ত বেছে নিতে পারেননি। এর মধ্যে কেউ কেউ আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার সুবাদে নাট্যচর্চাকে তাঁদের পেশার দ্বিতীয় স্তর হিসেবে বিবেচনা করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের লেখকও এই দলভুক্ত বলে বলতে পারি, বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনভোগী হয়ে শিক্ষকতা করার অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রশ্রয়েই হয়তো এখনো পর্যন্ত তাদের সার্বক্ষণিক নাট্যচর্চার তাগিদ ক্রিয়াশীল রাখা সম্ভব হচ্ছে। বেসরকারি পর্যায়ে মঞ্চ, রিপার্টরী বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারে উপরে বর্ণিত উদ্যোগগুলো বিবেচনা করলে বলা যায় যে, উদ্যোগগুলো আরও বেশি মাত্রায় অভিপ্রেত। উদ্যোগের সংখ্যা এবং গুণগত মান উচ্চ পর্যায়ের হলে পেশাদার নাট্যচর্চার আরেকটি ধারা এতাদিনে তৈরি হয়ে যেত বলতে দ্বিধা নেই। এ বিষয়ে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু রিপারটরীর উদ্যোগ কিংবা কর্পোরেট হাউজের হয়ে কিছু কাজকর্মের নমুনা আমরা দেখলেও এ শিল্পটির পেশাদারী পর্যায়ের রূপরেখা এখনও চিহ্নিত হয়নি। বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গণে এখনও এই বিষয়টি অপ্রাপ্তি হিসেবে বিচার্য। এর দায় খানিকটা হলেও নিতে হবে একাডেমিশিয়ানদের।

দেশ ও ঐতিহ্যচেতনা থেকে গত এক দশক ধরে বর্ণনামূলক নাটক রচনা ও প্রযোজনার যে সর্বপ্লাবী বিস্তার (রচনা ও প্রয়োগে) লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো। সেলিম আল দীন পরবর্তী সময়ে আফসার আহমদ, মাসুম রেজা, বদরুজ্জামান আলমগীর, সাইমন জাকারিয়া, শুভাশিস সিনহা, রুবাইয়াৎ আহমেদ, আনন জামান, হাবিব জাকারিয়া, শাহমান মৈশান, সাধনা আহমেদসহ আরো অনেক নাট্যকার বর্ণনামূলক নাটক রচনা করছেন। এগুলো ছাড়াও এধরনের নাটক বা গল্প-উপন্যাস নিয়ে বর্ণনানির্ভর নাট্য প্রযোজনায় যাঁরা উদ্যোগী হচ্ছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সৈয়দ জামিল আহমেদ, নাসিরউদ্দীন ইউসুফ, লিয়াকত আলী লাকী, শিমুল ইউসুফ, কামালউদ্দিন কবির, ইউসুফ হাসান অর্ক, সাইদুর রহমান লিপন, আইরিন পারভীন লোপা, বাকার বকুল, সায়ীক সিদ্দিকী, রেজা আরিফ, শুভাশিস সিনহা, সুদীপ চক্রবর্তী, আশিকুর রহমান লিয়নসহ আরো অনেক নির্দেশক। এঁদের প্রযোজনায় বর্ণনাময়তার

নিরীক্ষা আবার নানা ধরণের। কেউ বর্ণনাময়তার সাথে গীতময়তার যুগপৎ বন্ধনকে ব্যবহার করছেন, কেউবা বিশ্বনাট্যের নানা রীতির মিশ্রণে এর স্বকীয় দৃশ্যময়তার নিরীক্ষা করছেন। তবে এটুকু বলা যায় যে, কেবল সংলাপভিত্তিক, এ্যাক্ট বা সিন-নির্ভর প্রচলিত ইউরোপিয় রীতির একচ্ছত্র আধিপত্য এখন আর বাংলাদেশের নগরকেন্দ্রিক নাট্যচর্চায় খুব বেশি নেই। দৃষ্টান্ত হিসেবে গত এক দশকের কয়েকটি প্রযোজনার উল্লেখ করা যেতে পারে। *রিজওয়ান, জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা, নিমজ্জন, ধাবমান, জ্যোতিসংহিতা, গীতি চন্দ্রাবতী, নিশিমন বিসর্জন, কবি, সঙভঙচঙ, মাতব্রিং, কহে বীরাঙ্গনা, পুণ্যাহ, সে রাতে পূর্ণিমা ছিল, সিদ্ধার্থ, পারাপার, অরূপরতন, স্বর্ণবোয়াল, নীলাখ্যান, বনপাংশুল, সুরেন্দ্রকুমারী, রহুচণ্ডালের হাড়, চাঁদ মহুয়ার কিসসা, অচলায়তন, মাধবমালঞ্চী কন্যা, রুধিররঙ্গিনী, লেইমা, বিস্ময়কর সবকিছু, বেহুলার ভাসান, নীল ময়ূরের যৌবন, অন্তরে বাহিরে চিত্রাঙ্গদা, কিনু কাহারের থেটার* ইত্যাদিসহ আরও বহু নাটকে নানা বর্ণনাময়তার নিরীক্ষা লক্ষণীয়। উল্লেখিত প্রযোজনাগুলো প্রবন্ধ লেখকের স্মৃতি থেকে মুহূর্তেই মনে পড়া দৃষ্টান্ত। এর বাইরেও বহু নিরীক্ষাধর্মী প্রযোজনা রয়েছে। বলা যায়, বাতি নিভিয়ে দৃশ্যবদল কিংবা চরিত্রানুগ হাবভাব ও মেকআপসহ সংলাপভিত্তিক প্রচলিত ইউরোপিয় রীতির বাইরে গিয়ে এই প্রযোজনাগুলোতে বর্ণনাময়তা, গীতময়তা, দৃশ্যময়তা তথা স্টাইলাইজড থিয়েটারের নানা রীতির প্রয়োগ লক্ষণীয়। একই সাথে এই প্রযোজনাগুলোতে অনেক ক্ষেত্রেই প্রচলিত প্রসেনিয়াম মঞ্চরীতিকে অতিক্রম করে ভিন্ন ধরনের আয়োজনে দর্শকের সাথে নৈকট্য ও যোগাযোগের প্রচেষ্টা দেখা যায়। তবে এর পাশাপাশি প্রচলিত ইউরোপিয় রীতির নাট্যচর্চাও চলছে বাংলাদেশে, শুধু একচ্ছত্র আধিপত্যের জায়গায় সেগুলো নেই বললেই চলে।

প্রচুর পরিমাণে বর্ণনামূলক নাটক রচনা ও প্রযোজনা, মঞ্চে নাট্যধর্মী প্রয়োগ তথা নির্দেশনার উপরোক্ত প্রবণতাকে ঔপনিবেশিক নন্দনতত্ত্বের বিপরীতে দাঁড়িয়ে বিশ্বরঙ্গমঞ্চের সাপেক্ষে আমাদের নিজেকে চেনার প্রত্যয় বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। বি-ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির এই উদ্যোগগুলো আবার কুপমণ্ডুকতার গর্তে আবদ্ধ নয়, বরং নানা নিরীক্ষার পথ পেরিয়ে সেগুলোকে নিজ ঐতিহ্যের স্বকীয়তাসহ বিশ্বরঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হবার প্রয়াস হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। গত শতকের নব্বইয়ের দশকের আগে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ ছাড়া এমন দৃষ্টিভঙ্গির সার্বিক বিস্তার লক্ষ করা যায়নি। পাশাপাশি ইতোমধ্যে উল্লেখিত নাট্য বিষয়ক প্রচুর গবেষণা, বেসরকারি পর্যায়ে নানা ধরণের নাট্যচর্চা, মঞ্চ নির্মাণ ইত্যাদি একেবারেই বর্তমান প্রজন্মের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির ফলাফল। এ প্রজন্মে শুধু একাডেমিশিয়ানরা নয় সৃজনশীল প্র্যাকটিশনেরাও রয়েছেন। নতুন এই প্রজন্মের মধ্যে নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচনেও অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যায়। দেশীয় নাটকের পাশাপাশি বিশ্বসাহিত্যের নানা ক্ল্যাসিক বা সমকালীন নাটকের রূপান্তরও করছে বর্তমান প্রজন্ম। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকের ‘রি-ইন্টারপ্রিটেশন’-ও লক্ষ্য করা গেছে বাংলাদেশের গত এক দশকের মঞ্চে। বর্তমান বাংলাদেশে বর্ণনামূলক নাট্যের সর্বব্যাপী বিস্তার ও নানা ধরণের নিরীক্ষাধর্মী প্রযোজনার মুহুর্মুহু প্রদর্শনী, নানা ধরনের মঞ্চ ও নাটক নির্বাচন ইত্যাদি সমকালিক এ দৃষ্টিভঙ্গির প্রামাণিক যুক্তি। উপরোক্ত দৃষ্টান্তসমূহ থেকে অন্তত এটুকু বলাই যায় যে, বর্তমান প্রজন্মের উপরোক্ত প্রবণতাকে নাট্যচর্চা বিষয়ে একটি পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে শনাক্ত না করার কোন যুক্তি নেই। এই পরিবর্তনের শুরুটা হয়েছিলো ৭০-৮০র দশক থেকে এন.এস.ডি. ফেরৎ কিছু অভিনেতা-নির্দেশক-ডিজাইনারের হাতে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এখনও মঞ্চে কাজ করছেন। তাঁদের হাতে শুরু হলেও বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নাট্যশিক্ষার নিয়মিত চর্চা শুরু হওয়ার পর গ্র্যাজুয়েটদের কাছ থেকে অসংখ্য নিরীক্ষা ও নাট্যচর্চা বিষয়ক অভিনব উদ্যোগ আমরা লক্ষ্য করে চলেছি। এ সমস্ত উদ্যোগ, নিরীক্ষার সংখ্যা ও প্রবণতা একটি জোয়ারের মতো বাংলাদেশের নাট্যচর্চার আজকের অবস্থা আনয়ন করেছে বলা চলে। তাই প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নাট্যশিক্ষা একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় দৃষ্টিভঙ্গির একটি স্পষ্ট পরিবর্তন করেছে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

গত কয়েক দশকের সাধারণ পর্যবেক্ষণ থেকে সহজেই চোখে পড়ে যে, সমকালীন বাংলাদেশে ‘একাডেমিশিয়ান’-দের সাথে ‘প্র্যাকটিশনার’-দের তথাকথিত নন্দনতাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ও বহুদিনের দূরত্ব অনেকটাই কমে এসেছে। প্র্যাকটিশনারগণ মূল ধারার নাট্যচর্চায় (এখনও পর্যন্ত গ্রুপ থিয়েটার চর্চাই) একাডেমিশিয়ানদের সংলগ্ন করছেন তাঁদের প্রয়োজনে কিম্বা একাডেমিশিয়ানদের পারদর্শিতার কারণে। আবার অন্যদিকে নানা প্রতিষ্ঠানে একাডেমিশিয়ানদের নানা শিক্ষা বা গবেষণা কার্যক্রমেও অগ্রজ প্র্যাকটিশনারগণ আমন্ত্রিত হয়ে তদীয় মতামত পোষণ করছেন। জানা যায় যে, প্রায় প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘কমিটি অব কোর্সেস’ কিম্বা পরীক্ষক তালিকাতে অগ্রজ প্র্যাকটিশনারগণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। কাজেই বর্তমানে আপাত অর্থে সম্মিলিত প্রয়াসেই নাট্যচর্চা চলছে বাংলাদেশে। এই প্রবণতাকেও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হিসেবে নির্দেশ করা চলে। এই পরিবর্তনের পরোক্ষ প্রভাবে আজকাল গ্রুপ থিয়েটার চর্চার পাশাপাশি রিপারটরী, প্রযোজনা ভিত্তিক নানা পেশাদারী উদ্যোগও কমবেশী চলছে। কমবেশী সকলেই উপলব্ধি করছেন যে ‘থিয়েটার’ নামক শিল্পটির সাথে জীবন-জীবিকার যোগ না হলে মুশকিল। আর সেই জন্যে

THESPIAN MAGAZINE
An International Peer-Reviewed Journal of Inter-disciplinary Studies
Santiniketan, West Bengal, India ISSN 2321-4805
DAUL A Theatre Group©2013-26

সমাজমনস্কতার পাশাপাশি প্রয়োজন জ্ঞান ও বিশেষায়িত পারদর্শিতা যা এ প্রবন্ধে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানগুলো তদীয় গ্র্যাজুয়েটদের দেবার চেষ্টা করে আসছে। তাই নাট্যচর্চায় দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একাডেমিশিয়ানদের পাশাপাশি প্র্যাকটিশনারদের নানা উদ্যোগও বিশেষ ভূমিকা রাখছে এ কথা বলাই যায়। বলা যায়, সময়ের প্রয়োজনে ও বাস্তবতার নিরিখে সমগ্র বিশ্বের সাথে পাল্লা দিয়ে যখন একটি শিল্পকে নিয়ে আমাদের দাঁড়াতে হচ্ছে 'গ্লোবাল-বাজারে', তখন কেবলমাত্র আবেগ ও সামাজিক দ্বায়বদ্ধতা নয় তার সাথে পারদর্শিতার চর্চা ও নিরীক্ষা-গবেষণার জন্য এক ধরণের নৈর্ব্যক্তিক তাত্ত্বিকতা-প্রায়োগিকতার দিগন্ত থেকে এই শিল্পটির প্রতি দৃষ্টিপাত করাও প্রয়োজন। এটা বাংলাদেশের নাট্যশিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট কমবেশী সবাই অনুধাবন করছেন। সে কারণেই, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষিত নাট্যজনদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব এবং প্র্যাকটিশনারদের ঔদার্যের দ্বারাই বাংলাদেশে নাট্যচর্চায় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটছে বলে অনুধাবন করতে কষ্ট হয়না।

বিশেষভাবে উল্লেখ করবার বিষয় হলো, প্রায় তিন দশকেরও বেশী সময় ধরে বাংলাদেশের নানা পর্যায়ে নাটক বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা চর্চিত হলেও গ্র্যাজুয়েট বা সার্টিফিকেটধারীদের বেশিরভাগ নাট্যচর্চার সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট নয়। এ বিষয়ে সংখ্যাতাত্ত্বিক গবেষণা হলে এর অনুপুংখ্য চিত্র ও মূল্যায়ন সম্ভব হবে। তবে নাট্যাঙ্গণে বিচরণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং প্রকাশিত গ্রন্থাদি, জার্ণাল ও নানা পত্র-পত্রিকার বরাত দিয়ে সাধারণভাবে এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, নাট্যাঙ্গণে প্রাতিষ্ঠানিকদের বিচরণ গত দুই দশকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো। থিয়েটার চর্চা না করলেও উপরের আলোচনা থেকে দেখতে পাওয়া গেছে যে, তাঁদের অনেকেই চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, সাংবাদিকতা, শিক্ষকতাসহ নানা পেশাতেই নিয়োজিত আছেন। এটাই হয়তো স্বাভাবিক। কেননা, বাংলা বা ইংরেজি সাহিত্যে পড়াশোনা করে সবাই যেমন কবি হননা, গণিত বা পদার্থবিদ্যা বিষয়ক গ্র্যাজুয়েটগণও সবাই বিজ্ঞানী হয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন না। আর তাছাড়া আমাদের আর্থ-সামাজিক কাঠামোও এই রকম নয় যে শিল্পকলা বিষয়ে শিক্ষা অর্জন করে সবাই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত পাচ্ছে। এই কর্মক্ষেত্র তৈরি করা বা হবার ক্ষেত্রে প্রধাণত সরকারী-বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি নানা ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন রয়েছে সামষ্টিক মূল্যবোধের পরিবর্তন। কারণ, বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে সাধারণভাবে দেখা যায় যে, আনুষ্ঠানিক বা প্রশাসনিক পর্যায়ে শিক্ষা থেকে সংস্কৃতিকে স্বতন্ত্র করার মধ্য দিয়ে সংস্কৃতিচর্চাকে একটি ক্ষুদ্রসংখ্যক জনগোষ্ঠির চর্চার বিষয় হিসেবে এখনও বাংলাদেশে বিবেচনা করা হয়। তাই সামাজিকভাবে সংস্কৃতিচর্চা এখনও অবসরের বিষয় হয়ে এর গুরুত্ব হারিয়েছে। তবে, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষিত সংস্কৃতিকর্মীরা সাধারণভাবে তা মনে করেননা। দেখা যাচ্ছে যে, সরাসরি নাট্যচর্চার সাথে জড়িত না থাকলেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ক শিক্ষকতা ও গবেষণা, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, সাংবাদিকতা, সরকারী-বেসরকারী ইস্যুভিত্তিক নাট্য কার্যক্রম, বিজ্ঞাপণচিত্র নির্মাণকে সংস্কৃতিচর্চার সাথে সম্পর্কযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবেই দেখছে তারা। সেই বিবেচনায় বলা যায় নাট্যকলা বিষয়ক বেশীরভাগ গ্র্যাজুয়েট কোনো না কোনো ভাবে শিল্পকলা বা বৃহদ্ অর্থে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত রয়েছেন। নাট্যকলা বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সুবাদে গ্র্যাজুয়েটদের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের অভিজ্ঞতা এই মতামতের ভিত্তি। এ সমস্ত গ্র্যাজুয়েটগণ মুক্তচিন্তার চর্চা করে সামাজিক পর্যায়ে মূল্যবোধ শাণিত করার ক্ষেত্রে অবদান রাখছেন যা একটি সুন্দর সমাজের জন্য জরুরি। শিক্ষার কাজও প্রায় একই পর্যায়ের। কাজেই বলা যায়, জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংস্কৃতিচর্চাকে শিক্ষার সাথে সমন্বিত করতে পারলে নাট্যকলা, সংগীত, নৃত্য বা চারুকলার মতো সুকুমার বৃত্তির চর্চার জন্য একটি কর্মক্ষেত্র গড়ে তোলা সম্ভব যা একাধারে উপরোক্ত গ্র্যাজুয়েটদের সৃজনকলা অধ্যয়ন ও চর্চায় প্রেরণাও যোগাতে পারে।

টীকা

[১] জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৫তম আবর্তনের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থী অন্তরা সাহা লাকি "বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নাট্য বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বর্তমান পর্যায়" বিষয়ে স্নাতকোত্তর অভিসন্দর্ভ প্রণয়ন করেন ২০২৪ সালে। লেখক এই অভিসন্দর্ভের গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে তার সংগৃহীত উপাত্ত পর্যবেক্ষণ করেছেন।

[২] চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-এর নাট্যকলা বিভাগের শিক্ষক কাজরী তাসমিন ও সুবীর মহাজন-এর ইমেইলে পাঠানো তথ্য অনুসারে।

[৩] আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার না হলেও লেখকের সাথে সৈয়দ জামিল আহমেদ, ইস্রাফিল শাহীন, সুদীপ চক্রবর্তী প্রমূখের নানা সময়ের ব্যক্তিগত আলোচনায় এতদ্বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে।

[৪] বিভাগীয় দাপ্তরিক ও শিক্ষকদের (ড. হাবিব জাকারিয়া ও ড. ফারুক হোসাইন) প্রদত্ত তথ্য অনুসারে।

[৫] বিভাগীয় শিক্ষক আল জাবীর-এর ইমেইলে প্রদত্ত তথ্য অনুসারে।

THESPIAN MAGAZINE
An International Peer-Reviewed Journal of Inter-disciplinary Studies
Santiniketan, West Bengal, India ISSN 2321-4805
DAUL A Theatre Group©2013-26

[৬] তেজগাঁও কলেজ-এর , থিয়েটার এ্যাণ্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক জাহারাবী রিপন ও রুবাইয়া জাবিন প্রিয়তা-এর সহিত ২৫ ও ২৬ জুলাই ২০২৪ইং তারিখের টেলিফোন সাক্ষাৎকারের প্রদত্ত তথ্য অনুসারে।

[৭] কক্সবাজার সিটি কলেজ-এর , থিয়েটার স্টাডিজ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান স্বপন ভট্টাচার্য-এর সহিত ২৫ জুলাই ২০২৪ইং তারিখের টেলিফোন সাক্ষাৎকারের প্রদত্ত তথ্য অনুসারে।

[৮] দলীয় ইমেইলে প্রাপ্ত তথ্যসূত্র-এর ‘প্রসঙ্গকথা’ অংশ থেকে; প্রকাশকাল: ১ জানুয়ারী ২০১৯।

[৯] ১৯ জুলাই ২০২৪ তারিখে প্রাপ্ত অসীম দাশের এসএমএস-এ পাওয়া তথ্য অনুসারে।

[১০] প্রাগুক্ত

[১১] সংগঠন থেকে সরবরাহকৃত ইমেইলে-প্রাপ্ত পিডিএফ ফাইলের তথ্য অনুসারে।

[১২] আর্কাইভ থেকে প্রাপ্ত মেইলের তথ্য অনুসারে।

[১৩] Bangladesh Theater Archives অনুসারে। https://bangladeshtheaterarchives.com/

তথ্যসূত্র

অর্ক, ইউসুফ হাসান। “আজকাল, থিয়েটারের হালচাল: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ।” বহুরূপী পত্রিকা, সম্পাদক: অংশুমান ভৌমিক, সংখ্যা ১২৬, মে ২০১৬, কোলকাতা।

অর্ক, ইউসুফ হাসান। “বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নাট্যশিক্ষা: প্রয়োগ ও গবেষণায় নাট্যচর্চার প্রতিভঙ্গির অবস্থান্তর।” *থিয়েটার,* সম্পাদক: রামেন্দু মজুমদার, ৪৮ বর্ষ, সংখ্যা ৩, ডিসেম্বর ২০২৩, ঢাকা।

কবির, কামালউদ্দিন। “প্রাতিষ্ঠানিক নাট্যশিক্ষা স্বরূপে দেখা।” *থিয়েটার,* সম্পাদক: রামেন্দু মজুমদার, ঢাকা, ৫৩তম বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুলাই ২০২৪।

জাবীর, আল। লেখকের সহিত ব্যক্তিগত ইমেইল সাক্ষাৎকার।

“প্রসঙ্গকথা।” প্রাচ্যনাট স্কুল অফ অ্যাকটিং অ্যাণ্ড ডিজাইন। ইমেইল, ১ জানুয়ারী ২০১৯।

মহাজন, সুবীর। ইমেইল।

সারোয়ার, গোলাম। লেখকের সহিত ব্যক্তিগত টেলিফোন সাক্ষাৎকার, ২৩ মার্চ ২০১৯।

“স্মরণিকা।” নাগরিক নাট্যাঙ্গণ ইণষ্টিটিউট অফ ড্রামা। ২ জানুয়ারী ২০২৬, পৃ. ১-১৮।

“স্মরণিকা।” নাগরিক নাট্যাঙ্গণ ইণষ্টিটিউট অফ ড্রামা। ২১ জানুয়ারী ২০১৭, পৃ. ১-১৮।

হামিদ, ম। ২৬ ডিসেম্বর ২০১৮, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।